بسم الله الرحمن الرحيم

TAHZIB INSTITUTE

তাহযিব ইনস্টিটিউট

দ্বীনি জ্ঞানার্জনের উন্মুক্ত প্লাটফর্ম
www.tahzibinstitute.com

ফান্ডামেন্টালস অফ ইসলাম

ইন্সট্রাক্টর: উস্তায ফজলে রাব্বি
আক্বিদা ও দাওয়াহ বিভাগ, মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব

বিষয়: ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও আদব

ইলমের পরিচয়

'ইলম' আরবী শব্দ 'العلم' শব্দ থেকে গৃহিত। 'ইলম' শব্দের অর্থ, الادراك والمعرفة কোনো কিছু বোঝা ও উপলব্ধি করা। পারিভাষিক অর্থে, هو نور يقذفه الله فى قلب من يحبه يعرف به حقائق الاشياء وغوامضها **'ইলম এমন আলো, যা আল্লাহ তাঁর প্রিয় মানুষের অন্তরে ঢেলে দেন। অতঃপর সে এর দ্বারা কোনো কিছুর তত্ত্ব ও রহস্য জানতে পারেন'**। কিছু স্কলার বলেন, 'জ্ঞান হলো মূর্খতার বিপরীত'। মূর্খতা মানুষকে অন্ধকারের দিকে প্ররোচিত করে, অন্যদিকে জ্ঞান মানুষকে আলোকিত, সভ্য ও প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। ইলমের মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতের বাস্তবতা ও সত্যতা উপলব্ধি করতে শেখে।

`OXFORD dictiornary'-তে ইলম বা জ্ঞানের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, `The information, understanding and skills that you gain through education or experience'.

'ইলম' অর্জনের বিধান

প্রথমত, প্রয়োজন পরিমাণ দ্বীনি জ্ঞান 'ইলম' অর্জন করা নারী-পুরুষ প্রত্যেকের জন্য 'ফরযে আইন' বা আবশ্যিক বিধান। যার মাধ্যমে একজন মানুষ দুনিয়াতে মহান রবের আনুগত্য যথাযথভাবে আদায় করতে সক্ষম হয়। ইসলামী জ্ঞান ব্যতীত একজন ব্যক্তি সঠিকভাবে দ্বীনের কোনো বিধান পালন করতে পারবে না, দ্বীনের হালাল হারাম বিষয়ে সে অজ্ঞ থাকবে। ফলে, দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। রাসূল সা. বলেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

'ইলম সন্ধান করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয'। (ইবনু মাজাহ: ২২৪)

দ্বিতীয়ত, 'ফরযে কিফায়া' পরিমাণ ইলম অর্জন। এটি সবার জন্য আবশ্যক নয়। একটি অঞ্চলে বা সমাজে একদল বিজ্ঞ আলেম বা স্কলার থাকলে তা সবার জন্য যথেষ্ঠ হবে। যারা দ্বীনের জটিল ও কঠিন বিষয়গুলো কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মানুষকে সমাধান দেবেন।

‘ইলম’ অর্জনের উদ্দেশ্য ও ফলাফল

দ্বীনি অথবা দুনিয়াবী উভয় ধারার জ্ঞানার্জনের মৌলিক উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কেবল **মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন**। দ্বীনি জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে, কীভাবে মহান রবের আনুগত্য করতে হয়। কীভাবে ঈমান ও ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী সংরক্ষণ করতে হয়। মহান আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলা, পারস্পরিক লেনদেন, হালাল হারাম বিধিবিধান, বান্দা ও রবের হক্ব ইত্যাদি বিষয়গুলো জানা ও মানা দ্বীনি জ্ঞানার্জনের মূল উদ্দেশ্য। একইভাবে দুনিয়াবী জ্ঞানের মাধ্যমে সৃষ্টির সেবা করা, মানুষের উপকার করা ইত্যাদি মাধ্যমেও রবের সন্তুষ্টি তালাশ করা উচিত।

ইলম অর্জনের ফলাফল

- **ইলম অনুযায়ী আমল:** ইলম অর্জনের ফলে আমল করার সুযোগ লাভ হয়। কেননা, কেবল জানার মাধ্যমে কোনো বিষয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং নেক আমলের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।
- **উত্তম আদর্শ ধারণ:** ইলম অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তির চরিত্র ও আদর্শ উন্নত হয়। রাসূল সা. ছিলেন সর্বোত্তম আদর্শের অধিকারী। সাহাবী রা. রাসূল সা. থেকে যা কিছু শুনতেন, দেখতেন সে অনুযায়ী নিজেরা আমল করতেন।

ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত

দ্বীন হিসেবে ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে, ইলম অর্জনের ব্যাপারে ইসলাম যথেষ্ঠ গুরুত্বারোপ করেছে। নিম্নে কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত তুলে ধরা হলো-

১. ইসলামের প্রথম ওহী বা কুরআনের প্রথম আয়াত অবতীর্ণ হয় ইলম অর্জনের আদেশ দিয়ে। আল্লাহ সুব. বলেন,

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ

‘পড়, তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন’ (সুরা আলাক্ব: ১)

২. ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, **‘মানুষ দৈনন্দিন পানাহারের থেকেও বেশি মুখাপেক্ষী ইলমের প্রতি। কেননা একজন মানুষ দৈনিক একবার/দু’বার খাবারের প্রয়োজন অনুভব করে কিন্তু ‘ইলম’ জীবনভর প্রয়োজন।’** (মাদারিজুস সালিকীন ২/৪৪০)

৩. ইলম সর্বাবস্থায় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। যে কোনো আমলের পূর্বে ইলম অর্জন জরুরী। ইলম ব্যতীত কোনো আমল শুদ্ধ হবে না এবং তা গ্রহণযোগ্য হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ

‘তুমি জেনে নাও (জ্ঞান অর্জন করো) যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই’ (সুরা মুহাম্মাদ: ১৯)

৪. মহান আল্লাহ স্বয়ং যে জ্ঞানের প্রশংসা করেছেন সেটি হলো, শরীয়া বা দ্বীনের জ্ঞান। অন্যান্য দুনিয়াবী জ্ঞান সহায়ক মাত্র। ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী রহ. বলেন, **‘সবচেয়ে উত্তম জ্ঞান হলো মহান আল্লাহ সম্পর্কে, তাঁর নাম, সিফাত ও কর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। যা জ্ঞান অন্বেষণকারীকে আল্লাহর পরিচয়, তাঁর ভয়, ভালবাসা, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে আবশ্যিক করে তোলে। মানুষ রবের প্রতি অনুরক্ত হয় এবং তাঁর উপরই কেবল ভরসা করে।’** (মাজমুউ রসায়িল ইবনে রজব: ১/৪১)

৫. ‘ইলম’ একমাত্র বিষয় যে ব্যাপারে মহান আল্লাহ রাসূল সা. কে বৃদ্ধির জন্য দুআ করতে বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ رَبِّ زِدْنِى عِلْمًا

‘আপনি বলুন, হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন’ (সুরা ত্বহা: ১১৪)

৬. ইবাদতের থেকেও ইলম অর্জন উত্তম। রাসূল সা. বলেন,

فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ

‘ইবাদতের ফযিলতের চেয়ে ইলমের ফযিলত অধিক উত্তম।’ (সহীহ তারগিব: ১/১৬)

৭. আল্লাহ সুব. যার কল্যাণ চান তাঁকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। রাসূল সা. বলেন,

مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

‘আল্লাহ যার মঙ্গলের ইচ্ছা করেন তাকেই দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও বোধ দান করেন।’ (বুখারী: ৭১)

৮. ইলম অর্জনের সবচেয়ে বড় ফযিলত হচ্ছে, ইলম অর্জন জান্নাতের পথকে সহজ করে দেয়। রাসূল সা. বলেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

‘যদি কেউ ইলম শিক্ষার মানসে কোনো পথে চলে, তবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।’ (আবু দাউদ: ৩৬৪১)

ইলম অর্জনের আদব ও করণীয়

সর্বাগ্রে করণীয়:

- ইখলাস (বিশুদ্ধ নিয়ত)
- রিয়া (লৌকিকতা) থেকে বেঁচে থাকা
- সুন্নাহর অনুসরণ

TAHZIB INSTITUTE

নিজের জন্য করণীয়:

- দুআ করা
- আল্লাহর স্মরণ বা যিকির
- ফরজের পাশাপাশি নফল ইবাদতের প্রতি যত্নবান হওয়া
- তাহাজ্জুদ আদায়
- তওবা ও ইসতেগফার

অন্যের সাথে:

- উস্তাযের সাথে সদাচার
- পিতা মাতার সাথে সদাচার
- আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা
- অন্যের প্রয়োজন যথাসাধ্য পূরণ করার চেষ্টা করা

উত্তম গুণাবলী অর্জন

- উত্তম চরিত্র

- সত্যবাদিতা
- সুস্থ হৃদয়ধারী হওয়া

সতর্কতা

- সময়ের মূল্যয়ন করা
- দ্বীনি জ্ঞানার্জনের পথে সবর বা ধৈর্যধারণ
- সৎ সান্নিধ্য

অনলাইনে ইলম অর্জন: সচেতনতা ও সতর্কতা

আয়োজনে

TAHZIB INSTITUTE

www.tahzibinstitue.com
www.fb.com/tahzibinstitute
+8801730986832